যুগান্তর

তারিখ 04 MAR 2015
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

অভিভাবকের চাকরিই ভর্তির একমাত্র যোগ্যতা?

সারা দেশ থেকে বাছাই করা নির্দিষ্ট কিছু মেধাবী শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে। উদ্দেশ্য— গবেষক হিসেবে গড়ে তোলা। এমন পরিকল্পনা থেকেই জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। তাই শুরু থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়টিকে বিশেষ পরিকল্পনা অনুযায়ী গড়ে তোলা হয়েছে। এটিই দেশের একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়, যেখানে শিক্ষার্থীদের পূর্ণাঙ্গ আবাসিক সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে। গবেষক তৈরির উপযোগী কিছু সুনির্দিষ্ট বিভাগ নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়টি পরিচালিত হওয়ার কথা। কিন্তু প্রতিষ্ঠাকালীন পরিকল্পনা থেকে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের গতি এখন সম্পূর্ণ উল্টো দিকে। ১৯৭৩ সালের অধ্যাদেশ অনুযায়ী দেশের চারটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে জাহাঙ্গীরনগর অন্যতম একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। স্বায়ত্তশাসনের সুযোগে ঐতিহ্যবাহী এ প্রতিষ্ঠানটি একশ্রেণীর শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীর কাছে জিম্মি হয়ে পড়েছে। এসব কর্তাব্যক্তির কর্মকাণ্ডে মনে হয়, বিশ্ববিদ্যালয়টি তাদের ইজারাকৃত সম্পত্তি। ন্যূনতম কোনো জবাবদিহিতা, নিয়ম-কানুন, শৃংখলা— এমন কী রাষ্ট্রের আইনও তারা থোড়াই-কেয়ার করেন।

ইট-পাথরের ভবন, সৌন্দর্যমণ্ডিত স্মৃতিস্তম্ভ, পিচঢালা রাস্তা আর অতিথি পাখির কলরবে মুখর লেকের গল্প দিয়ে শিক্ষার মানোন্নয়ন হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞানচর্চার জন্য দরকার যোগ্য শিক্ষক আর মেধাবী শিক্ষার্থীর সমন্বয়। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মেধা নিয়ে প্রশ্ন তোলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। সাবেক এক ভিসি তার দল ভারি করতে প্রায় ৩শ' শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছিলেন। নিয়োগে মেধার কোনো মূল্যায়ন করা হয়নি। পরীক্ষার ফলাফলে বিভাগের শিক্ষার্থীদের মধ্যে অবস্থান অর্ধেকেরও নিচে, শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় পাস করেনি, বিসিএসের প্রিলিমিনারি পরীক্ষায়ও টেকেনি— এমন সব ব্যক্তি এখন এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। জাহাঙ্গীরনগরকে এ বোঝা যুগ যুগ ধরে বইতে হবে। এসব শিক্ষকের ক্লাসের আলোচ্য বিষয় কী হয়— তা উল্লেখ করলে শিক্ষক সমাজ লজ্জিত হবে।

শুধু শিক্ষক নিয়োগে নয়, বিশ্ববিদ্যালয়টিতে শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রেও মেধার মূল্যায়ন না করাসহ দীর্ঘদিন ধরে নানা অনিয়ম চলছে। এসবের মধ্যে সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছে পোষ্য কোটা। ১শ' নম্বরের মধ্যে মাত্র ৬ নম্বর পেয়ে এক শীর্ষ কর্মকর্তার মেয়ে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছেন। পোষ্য কোটায় ভর্তি হয়ে আবার এ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়ার নজিরও রয়েছে। ২০১৪-১৫ শিক্ষাবর্ষে (প্রথম বর্ষ) ন্যূনতম যোগ্যতা ছাড়াই পোষ্য কোটায় ভর্তির জন্য কর্মকর্তা-কর্মচারীরা আন্দোলন করছেন। সাধারণ শিক্ষার্থীদের তুমুল প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে ভর্তি হতে হয়। ৮০ নম্বরের মধ্যে ন্যূনতম ২৮ নম্বরে পাস ধরা হয়। কিন্তু পোষ্যদের জন্য তা কমিয়ে ২১ করা হয়েছে, যা মুক্তিযোদ্ধা, প্রতিবন্ধী বা অন্য কোনো কোটার জন্যও প্রযোজ্য নয়। এ বছর ভর্তি পরীক্ষায় ১০৫ জন থেকে ৯৬ জন পোষ্য ন্যূনতম ২১ নম্বর পায়নি। ২১ নম্বর পাওয়া পোষ্যরা ভর্তি হয়ে ক্লাস করছে। আন্দোলনকারীদের দাবি, ২১-এর নিচে যারা আছে, তাদেরও ভর্তি করতে হবে। এমন দাবি দুনিয়ার আর কোথাও করার সুযোগ আছে বলে মনে হয় না।

অতীতে দেখা গেছে, এ বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশিরভাগ সন্ত্রাস, মাদক ব্যবসা, অস্ত্রবাজি, খুন, ছিনতাই ও ধর্ষণসহ সব অপরাধের সঙ্গে পোষ্যরা জড়িত। পড়ালেখা না করে ভর্তি হয়ে অভিভাবকের পরিচিতি দিয়ে শিক্ষকদের কাছ থেকে নম্বর পাওয়ার ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ নিয়মকানুনও তারা মানতে চায় না। বিগত কয়েকটি শিক্ষাবর্ষে ভর্তির সময় দেখা গেছে, কোনো কোনো বিভাগে ৫ থেকে ৪০ জন পর্যন্ত পোষ্য ভর্তি হয়েছে। এমন অটোভর্তি দেশের আর কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই। অভিভাবকের চাকরিই এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির একমাত্র যোগ্যতা! উল্লেখ্য, পোষ্যরা এখানকার স্কুল ও কলেজেও পড়েছে একই কায়দায়। প্রতিবছর ভর্তির সময় এলে জাহাঙ্গীরনগরে পোষ্যদের আবদার; হুমকি-ধমকি, আন্দোলন শুরু হয়। আল্লাহর রহমত— এখানকার পোষ্যদের ওপর! প্রতিবারই তারা অভিভাবকের ইজারাকৃত সম্পত্তিতে অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। বিশ্ববিদ্যালয়টির অভ্যন্তরীণ কূট-রাজনীতি খুবই জটিল। বেশিরভাগ ভিসিই পোষ্যদের ভর্তি করার পক্ষে থাকেন। বিনা দাবিতে তাদের ভর্তি করলে ভিসিকে সমালোচনায় পড়তে হবে। তাই গোপনে তাদের আন্দোলন করতে বলেন। প্রবাদে বলে, 'সব শিয়ালের এক রা।' এখানেও তেমন। দিনে মুখ দেখাদেখি বন্ধ, রাতের খাবার এক টেবিলে। এভাবে একটা বিশ্ববিদ্যালয় চলতে পারে না। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা পড়ালেখা করেছি। এখানে কোনো অনাচার হলে স্বভাবতই আমাদের হৃদয় ব্যথিত হয়। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ঘেরা মায়াময় এ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে একটি মানসম্মত বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে দেখতে চাই আমরা।

পলাশ মাহমুদ ও মাহি মাহফুজ
সাবেক শিক্ষার্থী, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়